সংবাদ

10 MAY 2008 ... ৪

প্রধান উপদেষ্টাকে পীরগাছার ১৮ শিক্ষকের অভিযোগ

৭৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ আঁকড়ে রেখেছেন ইউএনও

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুরের পীরগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গৌতম কুমার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হয়েছেন। এরপর থেকেই প্রকাশ্যে ঘুষ দাবি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছে মাসিক ভিত্তিতে উৎকোচ দাবি, উৎকোচ না দিলে বেতন-বিল প্রদান বন্ধ, কৈফিয়ৎ তলব, গালাগালসহ নানাভাবে হয়রানি করছেন তিনি। এর প্রতিকার চেয়ে ১৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা গত বুধবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মমাফিক কমিটি গঠন ও অনুমোদন করে দেয়ার পরও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকার বা কর্তৃপক্ষের সেই অনুমোদন না মেনেই নিজেই সভাপতি থাকার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে চাপ দিয়ে সভাপতি পদে আছেন।

কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাকে সভাপতি না করলে বিল বন্ধসহ নানা হয়রানি করছেন তিনি। প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছ থেকে

রেখেছেন : পৃঃ ২ কঃ ১

রেখেছেন : আঁকড়ে

(১২ পৃঃ পর)

ছাত্রী টিউশন ফি, উপবৃত্তির উদ্দীপনা পুরস্কারের অর্থ উত্তোলন, শিক্ষক কর্মচারীদের উচ্চতর স্কেলের সুপারিশ, কমিটি গঠনসহ অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত যে কোন কাজের জন্য মোটা অঙ্কের উৎকোচ দাবি করেন তিনি। উৎকোচ প্রদান না করলে কৌশলে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে হয়রানিতে ফেলেন। এ অবস্থায় শিক্ষকদের কৈফিয়ৎ তলব, বরখাস্তের হুমকি, গালাগাল, সহকারী শিক্ষক ও কমিটির সদস্য প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পরামর্শ, ফাইল আটকে রাখার মতো বিষয়গুলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগে আর বলা হয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রংপুর শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অবস্থান করেন। প্রতিদিনেই অফিসে আসেন দুপুর ১২টার পর। প্রতিষ্ঠানের কাজে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে পুরো দিনই চলে যায়। তবে উৎকোচের মাধ্যমে কাজ করালে কাউকে দেরি করতে হয় না। বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে বাসা থেকেই কাজ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে তিনি নিজেই তৎপর হয়ে তার কক্ষে মিটিং আহ্বান করেন। এ ছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কাজে তিনি প্রকাশ্যেই ঘুষ দাবি করে আসছেন।

তারা অভিযোগ করেন, জরুরি অবস্থা জারির পরেও কীভাবে ওই কর্মকর্তা প্রকাশ্যে ঘুষ গ্রহণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করে চলেছেন তা বোধগম্য নয়। অভিযোগে জানা গেছে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতার দাপট ও হয়রানির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান কর্মকাণ্ড স্থবির হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ ব্যাপারে এর আগেও অভিযোগ করার পর তাকে তারাগঞ্জ উপজেলায় বদলি করা হলে কৌশলে সেই বদলির আদেশ স্থগিত করিয়ে নিজ পদে বহাল রয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সার্বিক বিষয় জানার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গৌতম কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করার কথা স্বীকার করে বলেন, এর আগে তিনি গফরগাঁও উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করাকালে এর চেয়ে বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ আছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে তার বিরুদ্ধে ঘুষ দাবি, হয়রানিসহ বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মূলত প্রতি বছর এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।